সম্ভার

বর্ষ:১০ সংখ্যা:১৪ । সেপ্টেম্বর ২০১৩ খি:

ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদকীয়

শুভেচ্ছা সবাইকে। পাঠক, শুভানুধ্যায়ী, উন্নয়নকর্মী, উন্নয়ন সহযোগীসহ লেখক ও সম্পাদনা পর্ষদের সবার প্রতি রইল শুভকামনা। তথ্যপত্র সম্ভারের ১৪তম সংখ্যা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

১৫৫ মিলিয়ন জনগণের দেশ বাংলাদেশ। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ গরিব। এর মধ্যে ১৭%-এর অধিক মানুষ হতদরিদ্রের কাতারে পড়েছে। প্রতিবছর ৬% মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছে কাজের সন্ধানে। অন্যদিকে এখনো ৪৪.৩% মানুষ অক্ষরজ্ঞান থেকে বঞ্চিত। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর আগমন সন্তোষজনক হলেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হতাশাজনক। চাকরির বাজারে চাপ প্রতিবছর প্রচণ্ডভাবে বাড়ছে। বেকারত্বের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে নিম্নতম মজুরিতে কাজ করছে প্রায় ৪৫% কর্মী। এসব বিষয় বিবেচনায় নিলে বলা যায়, সাধারণভাবে যেখানে বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছে, সেখানে জীবনমান নিয়ে কথা তোলা কপটতার নামান্তর। এমন পরিস্থিতিতে স্বকর্মসংস্থান বা এন্টারপ্রেনরশিপকে উদ্বুদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। সামগ্রিক চাহিদা, সময়ের দাবি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ–এসব বিষয় মাথায় নিলে টিভিইটি (টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং) নিশ্চিতভাবে উত্তম অ্যাপ্রোচ হতে পারে। টিভিইটিকে কেন্দ্র করে এ সংখ্যায় প্রকাশিত 'টিভিইটি ও আলোকিত জন' শিরোনামে লেখাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

উদ্দীপন তার সদস্যদের প্রতি দায়িত্বশীলতার সাথে দায়বদ্ধ। উদ্দীপন শুধু ঋণ দেয়া-নেয়ায় বিশ্বাস করে না। উদ্দীপন দেখেছে, মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের মানবিক ও সামাজিক চাহিদার সৃষ্টি হয়। এসব দিকে খেয়াল রেখে উদ্দীপন তার অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মেধাবী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছে। এ পর্যন্ত ৩১ জন মেধাবীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া গুণগত শিক্ষাকে নিশ্চিত করতে উদ্দীপন ২০১৪ সাল থেকে ঢাকার অদূরে একটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেছে। এখানে ধনী ও দরিদ্র উভয় পরিবারের ছেলে-মেয়েরা গুণগত মানসম্পন্ন লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। বিশেষ করে, দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পাবে।

এ ক্ষেত্রে সামাজিক পর্যায়ের কিছু অর্জন পাঠকদের জানানো প্রয়োজন বলে মনে করছি। যেমন : উদ্দীপন ২০০২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ২০২টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মধ্যে ১৩২টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। ভালো লাগার বিষয় হলো, বাল্যবিবাহগুলো বন্ধ করেছে 'শিশু ও যুব ক্লাব'-এর শিশু-কিশোরেরা।

সম্ভারের পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য আরেকটি উল্লেখযোগ্য খবর হলো উদ্দীপন সার্কভুক্ত (South Asian Association for Regional Co-operation-SAARC) দেশগুলোয় কর্মরত অগুনতি সংস্থার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং বার্ষিক প্রতিবেদন লেখার জন্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে South Asian Federation of Accountants-SAFA থেকে 'Best Presented Annual Report Awards and SAARC Anniversary Awards for Corporate Governance Disclosures 2011' লাভ করেছে। এ ছাড়া উদ্দীপন The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh-ICAB থেকে ২০০৮-২০১১ সাল পর্যন্ত 'ICAB National Award for Best Presented Annual Reports' পেয়েছে এবং ২০১১ সালে উদ্দীপন তৃতীয় স্থান অর্জন করে। এসব স্বীকৃতি উদ্দীপনে কর্মরত ২৮৩১ জন উন্নয়নকর্মীকে তাঁদের কাজ করতে অধিকতর অনুপ্রেরণা দান করবে। পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দোরগোড়ায় কাঙ্ক্ষিত সেবা পৌঁছে দিতে উৎসাহিত করবে। পরিশেষে সবাইকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক, উদ্দীপন

সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সাফা)-এর অ্যাওয়ার্ড পেল উদ্দীপন

২০১৩ সালের ২২ মার্চ দিনটি উদ্দীপনের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। এটি আন্তর্জাতিকভাবে উদ্দীপনের স্বীকৃতি প্রাপ্তির দিন। বার্ষিক প্রতিবেদন লেখায় সার্কভুক্ত দেশগুলোর মাঝে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে উদ্দীপন দ্বিতীয় স্থান অধিকারের সম্মাননা পায়। শ্রীলঙ্কার

কলম্বোয় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাফার পক্ষ থেকে উদ্দীপনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ এমরানুল হক চৌধুরীর হাতে 'Best Presented Annual Report Awards and SAARC Anniversary Awards for Corporate Governance Disclosures 2011' তুলে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন উদ্দীপনের উপপরিচালক ও সিএফও দীপ্তিময় বড়ুয়া।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ১,৭০,০০০ সদস্যের সংগঠন সাফা ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলোর অ্যাকাউন্ট্যান্সির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কৌশলগত জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেতুবন্ধ তৈরিতেও কাজ করে চলেছে।

● ডেস্ক

প্রসঙ্গ : উদ্দীপনের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

সৈয়দ মনির হোসেন

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদকে সময়ের আলোকে এবং চাহিদা অনুযায়ী সমৃদ্ধ করতে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। প্রয়োজনীয় প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কর্মীকে পেশাদারির মনোভাব নিয়ে কাজ করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। বিষয়টি মাথায় রেখেই উদ্দীপন তার কর্মীদের জন্য 'ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি' শিরোনামে প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

১০ অক্টোবর ২০১২ সাল থেকে উদ্দীপন তার প্রকল্প, প্রডাক্ট ও বিভাগীয় প্রধানসহ প্রধান কার্যালয় এবং মাঠপর্যায়ের মোট ২০ জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে নিয়ে 'ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ' কর্মসূচি শুরু করে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়, যাতে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিদিনের কাজ সম্পন্ন করতে কোনো রকম বিঘ্ন না ঘটে। উদ্দীপনের সম্মানিত চেয়ারম্যান শহীদ হোসেন তালুকদার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি পরিচালনা করছেন। তাঁকে সহযোগিতা করছেন উদ্দীপনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী এবং উপদেষ্টা (প্রশাসন) কেএসএনএম জহুরুল ইসলাম খান, সহযোগী হিসেবে আরো কাজ করছেন উদ্দীপনের প্রধান কার্যালয়ের যোগাযোগ ও গবেষণা বিভাগের সহকারী পরিচালক-২ সৈয়দ মনির হোসেন। মোট ৮টি মডিউলে বিভক্ত 'ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি'র প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ আগামী ডিসেম্বর, নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

● **লেখক :** সহকারী পরিচালক-২, যোগাযোগ ও গবেষণা বিভাগ, উদ্দীপন

শোক বার্তা

উদ্দীপনের নিবেদিত কর্মী মাইন উদ্দীন আহম্মেদের ইন্তেকাল

● ডেস্ক

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে মাইন উদ্দীন আহম্মেদ, সহকারী পরিচালক-২ (আইটি), গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কর্মরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তাঁর মৃত্যুতে উদ্দীপনের সর্বস্তরের সহকর্মীরা মর্মাহত। উদ্দীপনের চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালকসহ উদ্দীপনের প্রধান কার্যালয়ের সহকর্মীরা তাঁর জানাজায় অংশ নেন এবং উদ্দীপনের প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও তিন কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

অভিনন্দন

সুব্রত কুমার নাগ

মোছাঃ আছমা আক্তার

হাছিনা আক্তার

একজনেরই আউটস্ট্যান্ডিং এক কোটি টাকা!

উদ্দীপনের ইতিহাসে এ কৃতিত্ব প্রথম অর্জন করেন মোছাঃ আছমা আক্তার, ক্রেডিট অফিসার, সাচার-১ শাখা, চাঁদপুর অঞ্চল, উদ্দীপন। এর পরই যাঁর নাম আসবে তিনি হাছিনা আক্তার, ক্রেডিট অফিসার, কচুয়া-১ শাখা, চাঁদপুর অঞ্চল, উদ্দীপন। উভয়কে উদ্দীপনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন। সফলতার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখার ম্যানেজার, রিজিওনাল ম্যানেজার ও জোনাল ম্যানেজারদের অভিনন্দন।

উল্লেখ্য, এ ধরনের বিশেষ অর্জনের জন্য উদ্দীপন ক্রেডিট অফিসারদের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ কর্মপ্রণোদনা প্রদান করে থাকে।

● **লেখক :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এমএফপি, উদ্দীপন

টিভিইটি ও আলোকিত জন

ফেরদৌসী বেগম

অর্থনৈতিক ও মূল্যবোধের দিক থেকে টেকসই আলোকিত সমাজ গঠনে শিশু ও যুবকদের নিয়ে ভাবতে হবে। এ লক্ষ্যে টিভিএটির প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দীপনের অর্জন অনেক।

টিভিইটি (টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং) প্রযুক্তিগত ও কারিগরি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয়ে একটি কোর্স। এ কোর্সে ব্যবহারিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টিভিইটির মূল উদ্দেশ্য হলো দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনশক্তি সৃষ্টি করা। অর্থাৎ আর্থিকভাবে টেকসই নাগরিক তৈরি করা।

উদ্দীপন দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে শিশু, যুবক ও নারীদের জীবনমান উন্নয়নে ২৯ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করে আসছে। এই দীর্ঘ কর্ম-অভিজ্ঞতায় উদ্দীপন উপলব্ধি করেছে, দরিদ্র্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যুবকেরা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া। বিশেষ করে, যুবক ও নারীরা। তাঁদের সঠিক জীবনমান উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেই। বেকারত্ব, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনের হাতছানি দরিদ্র পরিবারের বেশির ভাগ যুবককে নানা ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। মাদকে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন অনেকে। নারীরা পাচার, বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছেন।

আবার গ্রামের যুবক ও কিশোর-কিশোরীরা চাকরির সন্ধানে শহরে চলে আসেন। এ ধরনের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের শ্রমবাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার দক্ষতা থাকে না। ফলে শহরে এসে আরো সমস্যায় পড়েন। উদ্দীপন শহর ও গ্রামীণ কর্ম-এলাকায় Employment Mapping-এর মাধ্যমে দেখেছে, যদি ট্রেড অনুযায়ী টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল (হার্ড স্কিলস ও সফট স্কিলস) শিক্ষা দেয়া যায়, তাহলে শহর ও গ্রামীণ পর্যায়ে তাঁরা অনেক কাজে সম্পৃক্ত হতে পারেন। এমনকি দেশের বাইরেও অনেক চাকরি বা কাজের সুযোগ আছে।

অন্যদিকে বর্তমানে অসংখ্য শিশু ও যুবক অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে কাজ করছেন। যেমন : ছোট ছোট ফ্যাক্টরি, বিল্ডিং নির্মাণ, দোকানে চাকরি, গৃহকাজ ইত্যাদি। প্রায়ই দেখা যায়, এ ধরনের কাজে জড়িত মানুষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে ভালো বা উৎপাদনশীল কোনো কাজে সম্পৃক্ত হতে পারেন না। ফলে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে সমস্যা হয়। কিন্তু টিভিইটি মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে। তবে বাংলাদেশে টিভিইটি বা ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। উপজেলা পর্যায়ে নেই বললেই চলে।

সার্বিকভাবে চিন্তা করে উদ্দীপন কর্ম-এলাকার যুবক ও কিশোর-কিশোরীদের দক্ষ উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে টিভিএটি কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত উদ্দীপন তার বিভিন্ন কর্ম-এলাকায় প্রায় ৫ হাজার যুবক ও কিশোর-কিশোরীর টিভিএটি প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। কয়েকজনকে ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার ইম্প্লয়মেন্ট ট্রেনিংয়ের সহায়তায় মালয়েশিয়ায় পাঠানো হয়েছে এবং তাঁরা সেখানে ফ্যাক্টরিতে কাজ করছেন। প্রশিক্ষিতরা অনেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাও হতে পেরেছেন।

আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের সব ট্রেডে বা সব ধরনের কাজে সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিউটিশিয়ান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং, সুইং মেশিন অপারেটর, মেকানিক এবং কিছু ট্রেডিশনাল ট্রেড, যেমন : দর্জি, পোল্ট্রি, লাইভস্টক, নার্সারি ইত্যাদিতে কাজ করতে নারীরা বেশি আগ্রহী। তবে বর্তমানে কিছু কিছু টেকনিক্যাল ট্রেড, যেমন : ইলেকট্রনিকস, কম্পিউটার অপারেশন ও সার্ভিসিংয়েও নারীরা সম্পৃক্ত হচ্ছেন। তবে উপযোগী পরিবেশ ও নিরাপত্তার অভাব থাকার কারণে নারীরা এসব ট্রেডের অনেকগুলোয় আসতে চান না এবং অভিভাবকেরাও আগ্রহী নন। তবে সহায়ক পরিবেশ পেলে যেকোনো পেশায় নারীদের কাজ করার প্রটেনশিয়ালিটি আছে বলে আমার মনে হয়। মেয়েদের জন্য উপযোগী কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সাবলম্বী করার ক্ষেত্রে সব মহল থেকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে–এটা সবার আশা। এ ছাড়া ভিশন ২০২১-এর একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এ লক্ষ্যে দেশে ব্যাপকভাবে শিল্পায়নের প্রয়োজন আছে। শ্রমবাজারের চাহিদানুসারে বর্তমানেই প্রচুর দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন এবং অদূর-ভবিষ্যতে শ্রমিকের সংখ্যাগত ও গুণগত চাহিদা বেড়ে যাবে। ফলে টেকসই শ্রমবাজার সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে টিভিইটির কোনো বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।

● **লেখক :** সহকারী পরিচালক ও কর্মসূচি সমন্বয়ক (সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট), উদ্দীপন

মেধাবীদের বন্ধু উদ্দীপন

মোঃ শহিদুল ইসলাম

অযতনে কত ফুল যে মুকুলেই ঝরে গেছে, তেমনি সামান্য অর্থের অভাবে কত মেধাবীর সম্ভাবনা যে ধুলোয় লুটিয়েছে! ২০১২ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পাওয়া ৩১ জন মেধাবীর অনেকেই হয়তো কালের গর্ভে খুব সাধারণের মাঝে মিলিয়ে যেত। কিন্তু তাদের মাঝে আজ কেউ পড়ছে ডাক্তারি, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং, কেউবা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর তাদের স্বপ্নপথের বন্ধু হতে পেরে উদ্দীপন গর্বিত।

মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ) একটি প্রকল্প। অতিদরিদ্রদের দারিদ্র্য দূর করা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রকল্পটিকে অর্থায়ন করছে। উদ্দীপন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

সংযোগের অধীনে একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম 'অতিদরিদ্রের জন্য ক্ষুদ্রঋণ'। এই কার্যক্রমের আওতায় ২০১২ সাল থেকে প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছেলে-মেয়েদের 'শিক্ষাবৃত্তি' প্রদান করা হচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এমন ২২ জন ছেলে ও ৯ জন মেয়েকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। ১৬ মে ২০১৩ তারিখে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃত্তি হিসেবে বই ও লেখাপড়ার অন্যান্য খরচ মেটাতে প্রতিজনকে এককালীন ১৫,০০০ টাকা করে মোট ৪,৬৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

এ ছাড়া অতিদরিদ্র পরিবারের ১০ জন মেধাবী ছেলে-মেয়ে যাঁরা মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন, তাঁদেরও বৃত্তি প্রদান করা হয়।

মোছাঃ সাহিদা আরবী আশা। পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার মেয়ে। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। স্বামী রমিজ উদ্দিন। পেশায় কাঠমিস্ত্রি। দরিদ্রতা ওদের অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরে। তবে কোনো কিছুই আশাকে শিক্ষাদীক্ষায় বড় হওয়ার আশা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

তিন মাস বয়সের শিশু সন্তানের মা আশা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় জিপিএ-৪.৭৫ পেয়ে কৃতকার্য হন এবং ২০১২ সালে উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পেয়ে সবাইকে অবাক করে দেন। উদ্দীপনের সংযোগ প্রকল্পের সদস্য আশা। আশার স্বপ্নপথের বন্ধু 'শিক্ষাবৃত্তি' প্রদানকারী সংস্থা উদ্দীপন আজ আশার কাছে অনেক বড় ভরসাস্থল।

আশা বললেন, "উদ্দীপন আমার অভিভাবক। উদ্দীপন আমাকে আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। আজ আমি ঢাকা শহরে বাস করছি। এশিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে বিবিএ পড়ছি। লেখাপড়া শেষে সরকারি চাকরি করার ইচ্ছা রাখি। এসব কিছু আল্লাহর রহমত, মা-বাবার দোয়া, স্বামীর অনুপ্রেরণা, আমার চেষ্টা আর উদ্দীপনের সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে।" অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "মেধা থাকলে দারিদ্র্যকে জয় করা সম্ভব। কিন্তু মেধাহীনতা দরিদ্রকে আরো দরিদ্র বানায়।"

উদ্দীপনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী বলেন, "জাতি গঠনে মেধার কোনো বিকল্প নেই। ছেলে-মেয়েদের কাছে গুণগতভাবে শিক্ষাকে পৌঁছানো আমাদের কর্তব্য। আন্তর্জাতিকভাবে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যেতে হবে। গুণগত শিক্ষাকে নিশ্চিত করতে উদ্দীপন ২০১৪ সাল থেকে ঢাকার কাছে একটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। এখানে ধনী ও দরিদ্র উভয় পরিবারের ছেলে-মেয়েরা পড়ার সুযোগ পাবে। বিশেষ করে, দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পাবে।" উল্লেখ্য যে উদ্দীপন সারা দেশে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য ৪০০টি প্রি-প্রাইমারি ও ননফর্মাল স্কুল পরিচালনা করে আসছে।

● **লেখক :** সহকারী পরিচালক (এমএফপি), উদ্দীপন

এসএসসি পরীক্ষায় উদ্দীপন শিশু ও যুব ক্লাবের সদস্যদের সাফল্য

বদরুল ইসলাম বেগ

এডুকেশন টু প্রটেক্ট চাইল্ড অ্যান্ড ইউথ লেবারাস ইন এগ্রিকালচার (ইপসিলা) প্রকল্পের কর্ম-এলাকার শিশু ও যুব ক্লাবের সদস্যরা এসএসসি পরীক্ষায় ১০০ ভাগ পাস করেছে। মোট ৬০ জন সদস্য ২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৭ জন এ+ পায়। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আশা ব্যক্ত করে। সবার কাছে দোয়া চায় এবং লেখাপড়ায় সহায়তা করার জন্য উদ্দীপনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

প্রত্যন্ত গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত এসব শিশু লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শ্রমের সাথে যুক্ত। উল্লেখ্য, উদ্দীপন সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া এবং শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষা ও সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে।

● **প্রতিবেদক :** প্রকল্প কর্মকর্তা, ইপসিলা
দোহাজারী, চট্টগ্রাম

কারিগরি শিক্ষায় উজ্জ্বল এক কিশোর

রুপা চক্রবর্তী

তিন ভাই, দুই বোন আর মা-বাবার অতিদরিদ্র পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান মাহমুদুল ইসলাম। সে ইপসিলা প্রকল্পের আওতায় কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং বিষয়ে ৪ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করে। প্রশিক্ষণ শেষে 'ভাই ভাই মোবাইল সার্ভিসিং' নামে নিজেই একটি দোকান প্রতিষ্ঠা করে। মাহমুদুল অদূর-ভবিষ্যতে মোবাইল সার্ভিসিং-বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ লক্ষ্যে মাহমুদুল আগামী বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য মনস্থির করেছে। এ ছাড়া সে কম্পিউটার বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মাহমুদুল ইসলাম চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার ৫ নম্বর কালীপুর ইউনিয়নের পালেগ্রামের রমিজ আহমদ ও ফাতেমা বেগমের সন্তান।

উল্লেখ্য যে সেভ দ্য চিলড্রেনের সহযোগিতায় উদ্দীপন ১৯৯৮ সাল থেকে ৫ জেলায় ১০ উপজেলার ৬৩টি ইউনিয়নে ইপসিলা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইপসিলা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রমজীবী ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের শ্রমের ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস, মৌলিক শিক্ষা, জীবনমুখী শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত জীবন গড়তে সহযোগিতা করা।

● **প্রতিবেদক :** কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কার, ইপসিলা
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উদ্দীপন

কে.এম.এম. হায়দার

জাতিসংঘ শিশু তহবিলের ২০১১ সালের তথ্যানুসারে বাংলাদেশের প্রায় ৬৬% মেয়েশিশু এবং ৫% ছেলেশিশুকে বিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছরের নিচে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছরের নিচে বিয়ে হলে ওই বিয়েকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। বাংলাদেশের আইনে এটি একটি ফৌজদারি অপরাধ। যদি কোনো শিশু বিয়ে করে, মা-বাবা বা যেকোনো ধরনের অভিভাবক যদি শিশুকে বিয়ে দেন বা বিয়ের অনুমতি দেন এবং যদি কেউ বাল্যবিবাহের আয়োজন করেন বা যুক্ত থাকেন, সে ক্ষেত্রে জড়িত পুরুষ ব্যক্তিদের এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা জেল কিংবা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা একসাথে জেল ও জরিমানা হবে। তবে বিজ্ঞজনদের মতে, বাল্যবিবাহ বাংলাদেশে একটি সামাজিক সমস্যা।

উদ্দীপন ২০০০ সাল থেকে ৯টি শাখার মাধ্যমে ৬টি জেলার ১০টি উপজেলাস্থ ৪৫টি ইউনিয়নের আওতায় ২৭৫টি গ্রামের ২,৩৮২টি পরিবারের শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক, তাদের মা-বাবা, অভিভাবক, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিশেষভাবে কাজ করছে। উদ্দীপন ২০০২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ২০২টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তার মধ্যে ১৩২টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্দীপন উদ্বিগ্নের সাথে লক্ষ করেছে যে বাল্যবিবাহের ফলে শিশুদের শিক্ষা, খেলাধুলা, বিনোদন, স্বাস্থ্য, মত প্রকাশ, যৌন নির্যাতন, নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি অধিকার থেকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপন কাজ করতে গিয়ে আরও লক্ষ করেছে, বাল্যবিবাহের প্রধান কারণগুলো হলো দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসচেতনতা, সামাজিক কুসংস্কার, বখাটেদের উৎপাত, শিশুকালে প্রেম ইত্যাদি।

ফলে শিশু ও যুব ক্লাব গঠন; নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নিয়ে কিশোর-কিশোরী ও যুবকদের সাথে সেশন; প্যারেন্টিং সেশন; বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে গ্রুপভিত্তিক উঠান বৈঠক; বাল্যবিবাহ প্রবণতা রোধে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটক, কাজি ও ঈমামদের নিয়ে সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন; ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ডভিত্তিক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন; সতর্ক পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন ও পরিচালনা; সরকারি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সভা; বাল্যবিবাহ আইন সংস্কারের জন্য অ্যাডভোকেসি; প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম উদ্দীপন পরিচালনা করে থাকে।

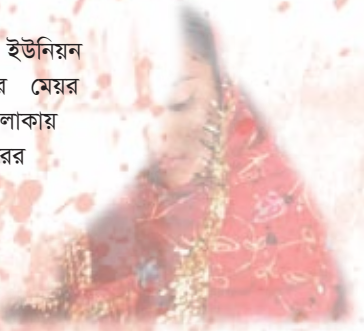

এ ছাড়া প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার মেয়র বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইনে এলাকায় আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বিচারের ব্যবস্থা করেছেন। মেয়ের অভিভাবকেরা বর্তমানে রেজিস্ট্রি করা ছাড়া বিয়ে দিতে রাজি হন না। এলাকার কাজিরা পাত্র-পাত্রীদের সরকারিভাবে স্বীকৃত বয়স প্রমাণের সনদ ছাড়া কোনো বিয়ে রেজিস্ট্রি করবেন না বলে জানিয়েছেন।

● **লেখক :** মনিটরিং অফিসার, ইপসিলা কর্মসূচি, উদ্দীপন

শিশু অধিকার কাব্য

সূচনা

১৯৯০ সালে ২২টি দেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে প্রথম স্বাক্ষর করে। এর মাঝে বাংলাদেশ অন্যতম। এই সনদে ৫৪টি অনুচ্ছেদ আছে। তার মাঝে ৪২টি অনুচ্ছেদ সরাসরি শিশুদের অধিকারের সাথে জড়িত। ১২টি অনুচ্ছেদ মূলত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

অনুচ্ছেদ-১ (শিশু বলতে কী বোঝায়?)

এই সনদে ১৮ বছরের নিচের মানবসন্তানকে শিশু বলা হয়েছে। (চলবে)

সূত্র : শিশু অধিকার তথ্যপত্র, উদ্দীপন শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির আলোকে

● ডেস্ক

পুষ্টি কণিকা

খাদ্য কী?

আমরা যে ধরনের বস্তু খেয়ে থাকি, তাকে এককথায় খাদ্য বলে।

খাদ্য কেন খাই?

মূলত দেহের গঠন, বৃদ্ধি, শক্তি সৃষ্টি, ক্ষয়পূরণ, কর্মশক্তির সৃষ্টি এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে আমরা খাদ্য খেয়ে থাকি। (চলবে)

সূত্র : স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা তথ্যপত্র, উদ্দীপন শিশু উন্নয়ন কর্মসূচির আলোকে

● ডেস্ক

উদ্দীপন : মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামের ইতিকথা এবং একজন সংশপ্তক নুরজাহান বেগম

সওকত আলী তালুকদার

২০১৩ সালে ঋণ ও সঞ্চয় কর্মসূচির ৩,৬৮,৫৭৬টি পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের পথচলার সঙ্গী হয়ে উঠেছে উদ্দীপন। আজ কম-বেশি ১৮,৪২,৮৮০ জন মানুষের হাসি-কান্নার সাথি উদ্দীপন। উন্নয়নের জগতে উদ্দীপনের আবির্ভাব ১৯৮৪ সালে। সে সময় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রত্যয় নিয়ে সুপরিকল্পিত যাত্রা শুরু করেছিল উদ্দীপন। এর মাঝে ১৯৮৯ সালে উদ্দীপন কুমিল্লার দাউদকান্দি, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা এবং পিরোজপুর সদর শাখার মাধ্যমে ১,৫৬২ জন দুস্থ গরিব নারী সদস্য নিয়ে সঞ্চয় কার্যক্রম শুরু করে। সঞ্চয় কার্যক্রমের সফলতায় উদ্দীপনের আত্মোপলব্ধি জন্মে যে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মানুষের জীবনের দুঃখ মুছে দেয়া সম্ভব।

১৯৯১ সাল। মাত্র ৫৪ জন কর্মী নিয়ে ১৭,০৯,৫২৭ টাকার সঞ্চয় তহবিল থেকেই মাত্র ৩২২টি পরিবারকে ঋণ দেয়ার মধ্য দিয়ে উদ্দীপনের ঋণ কর্মসূচির যাত্রা শুরু। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছর উদ্দীপন যেন শিখেছে কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়, কীভাবে মানুষের জীবনের গল্পকে হাসির রেখায় উদ্ভাসিত করে তুলতে হয়। উদ্দীপন সময়টা নিয়েছে শুধু নিজেদের তৈরি করতে, যেন মানুষের দায়িত্ব নিতে পারে।

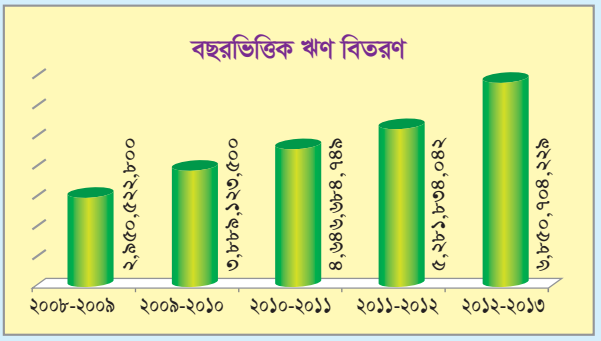

১৯৯৪ সাল। যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় উদ্দীপন। সহযোগী হিসেবে পাশে পেল 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনকে (পিকেএসএফ) এবং প্রথম পর্যায়ে পিকেএসএফের ১ লাখ টাকা আর্থিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে উদ্দীপনের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ঋণ কর্মসূচির জগতে চূড়ান্তভাবে প্রবেশ। এর ধারাবাহিকতায় ৭৫ জন কর্মী নিয়ে ৫ জেলায় মাত্র ৭টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়, এখন তা ২৩ জেলায় ২১৯টি ব্রাঞ্চে প্রসারিত। ২,১৩২ জনের এক কর্মী বাহিনী। আর আজ পর্যন্ত ১৯,৫০,৮১১টি লোনের মাধ্যমে উদ্দীপনের বিতরণকৃত সর্বমোট ঋণ ৩,০৩৬.১৬ কোটি টাকা।

১৯৮৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত হাজার হাজার নক্ষত্রোজ্জ্বল সফল নামের মাঝে একটি নাম নুরজাহান বেগম। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত গৌরীপুর ইউনিয়নের পেন্নাই গ্রামের বাসিন্দা তিনি। ৪ ছেলে, ২ মেয়ে এবং কাঁচামাল ব্যবসায়ী স্বামীকে নিয়ে অতিদারিদ্র্যের সংসার ছিল নুরজাহানের। মাথা গোঁজার একটিমাত্র কাঁচা ঘর ছিল তাঁদের। বর্তমানে ভিটা পাকাসহ চার চালা টিনের ঘর, ঘরে টিভি, ফ্রিজসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ এবং ৮ শতক জমির মালিক নুরজাহান। এ ছাড়া দুটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, একটি উন্নত জাতের গাভি ও একটি বাছুর আছে তাঁর।

তিনি ১৯৯১ সালে মাত্র ২ টাকা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে উত্তর পেন্নাই সমিতির গ্রাহক হন। বর্তমানে তাঁর সঞ্চয় ৪০,৭৩৩ টাকা। ১৯৯১ সালে মাত্র ১,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে কাঁচা মালের ব্যবসা শুরু করেন। এ পর্যন্ত ১৬ দফা ঋণ নেন। সর্বশেষ এককালীন ১,৫০,০০০ টাকা ঋণ নেন। বর্তমানে তিনি নিজে সিএনজিচালিত দুটি অটোরিকশা ভাড়ায় খাটাচ্ছেন এবং একটি গাভি ও একটি বাছুর পালন করছেন। এ ছাড়া তাঁর স্বামী কাঁচা মালের ব্যবসা করছেন। বর্তমানে তাঁদের সংসারে মাসিক আয় ৪০,০০০ টাকা। দুই ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছেন এবং অন্য দুই ছেলে ও এক মেয়ে পড়ালেখা করছে।

● **লেখক :** উপপরিচালক ও এমএফপি প্রধান, উদ্দীপন

উদ্দীপনের ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ সমাচার

মোঃ আজমল হোসেন

রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংক থেকে প্রক্রিয়াগত কারণে গরিব ও অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীদের ঋণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এসব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ছোট ছোট ব্যবসার জন্য অল্প টাকার ঋণ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর আগ্রহ খুব কম। দারিদ্র্যপ্রধান জনপদের বাংলাদেশের দারিদ্র্য ঘোচাতে দরিদ্র জনগণের উদ্যোগকে উদ্বুদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। উদ্দীপন সেটিই উপলব্ধি করেছে। সেই উপলব্ধি থেকেই ২০০৩ সালে উদ্দীপন সীমিত আকারে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম শুরু করে এবং ২০০৭ সাল থেকে ব্যাপকভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

উদ্দীপন ২০০৭ থেকে আগস্ট ২০১৩ সাল পর্যন্ত পুঞ্জীভূত ৬৩২ কোটি টাকার ৬৪,৭৯৫টি ক্ষুদ্র উদ্যোগে ঋণ প্রদান করে। প্রতিটি ঋণের গড় আকার ছিল ৯৭,৫৩৮ টাকা। এই ঋণ গ্রাম ও শহরের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিজ নিজ উদ্যোগে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে ব্যাপকভাবে উৎসাহী করে। আমি মনে করি, উদ্দীপনের এই উদ্যোগ দেশের অর্থনীতিকে কিছুটা হলেও সহযোগিতা করছে।

● **প্রতিবেদক :** উর্ধ্বতন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, এমএফপি

দক্ষ জনশক্তি : ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ

মোঃ আনোয়ার হোসেন

তিন মাসব্যাপী আবাসিক ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ শেষ হলো গত মে মাসে (২০১৩)। অতিদরিদ্র পরিবারের ১২০ জন সদস্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। যশোর ও রংপুর জেলায় দুটি ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মোবাইল সার্ভিসিং ও রিপেয়ারিং, জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান, ইঞ্জিন

মেকানিকস এবং ড্রেস মেকিং অ্যান্ড টেইলারিংয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতি ট্রেডে ১৫ জন প্রশিক্ষণ নেন। যশোর ও রংপুরের 'মুসলিম এইড ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (MAIT)' কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

প্রশিক্ষণ শেষে জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত ৩৬ জন চাকরি পান। ১৮ জনের শিক্ষানবিশ হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি হয়েছে। ৬৬ জন নিজেদের উদ্যোগে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সময়ে গড়ে প্রতিজন প্রতি মাসে ২,৪০০ থেকে ৯,০০০ টাকা আয় করছেন।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় 'মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (সংযোগ)' প্রকল্পের আওতায় এসব ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ চলছে। দেশের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষকে, বিশেষ করে যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য সংযোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যরা এ প্রকল্পের মূল প্রাণ।

● **প্রতিবেদক :** আইজিএ ইম্প্লিমেন্টেশন অফিসার, রংপুর অঞ্চল

প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

আয়েশা সিদ্দিকা

উদ্দীপন প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্মীদের সক্ষমতা সৃষ্টিতে নিরলসভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। সংস্থার কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনকে বিবেচনায় রেখে উদ্দীপন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। যেমন : প্রি-সার্ভিস ওরিয়েন্টেশন কোর্স বা ফাউন্ডেশন কোর্স, ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা, মৌলিক হিসাবরক্ষণ ও হিসাব ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনার মৌলিক প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া উদ্দীপন প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রশিক্ষকেরা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকেন। যেমন : পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ; দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ; ক্ষুদ্র উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা; সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা; ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগ কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসাবিষয়ক সচেতনতা ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। ইনিস্টিটিউট অন মাইক্রোফিন্যান্সের (আইএনএম) মৌলিক হিসাবরক্ষণ ও হিসাব ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের (বিএনএফ) সংগঠন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ; হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণগুলো পিকেএসএফ, আইএনএম, বিএনএফ, এমআরএর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে থাকেন। উদ্দীপন প্রশিক্ষণ বিভাগ এসব প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই এবং প্রভাব বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্মস্থল পরিদর্শন করে থাকে।

উল্লেখ্য, উদ্দীপন প্রশিক্ষণ বিভাগের অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, পিরোজপুরে তিনটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রগুলোয় প্রশিক্ষণ কক্ষ, খাবার সরবরাহ, আবাসিক ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ উপকরণ, উন্নত সাউন্ড সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া, ওএইচপিসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকায় বিভিন্ন সংস্থা সেবা গ্রহণ করে থাকে। যেসব সংস্থা উদ্দীপন প্রশিক্ষণ বিভাগের সুযোগ-সুবিধা ও সেবা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পিকেএসএফ, বিএনএফ, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ), আইএনএম, প্ল্যান বাংলাদেশ, ইন্টার কো-অপারেশন, সেইভ দ্য চিল্ড্রেন, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও), প্রিপ ট্রাস্ট, প্রগতি, আইন ও সালিস কেন্দ্র, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, নারীপক্ষ, ইনাফি, স্ট্রম ফাউন্ডেশন, নারী মৈত্রী, হাঙ্গার প্রজেক্ট, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স, সবুজের অভিযান, মাত্রা ও আইইডি।

উদ্দীপনের প্রধান কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রশিক্ষণ বিভাগের সাথে যোগাযোগ : সিনিয়র ম্যানেজার ও প্রশিক্ষণ প্রধান, মোবাইল ফোন : ০১৭১৩১৪৭১১৫, ই-মেইল : naki_mansur06@yahoo.com, noki@uddipan.org

● **প্রতিবেদক :** সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, প্রশিক্ষণ বিভাগ, উদ্দীপন

উদ্দীপন আইটি

মোহাম্মদ ফজলুল বারী

উদ্দীপন তার সমস্ত কার্যক্রমকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাঝে আনতে সচেষ্ট এবং এই কার্যক্রমকে গতিশীল করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। উদ্দীপন সময়ের সাথে সাথে সেবাগ্রহীতাদের সর্বাধুনিক সেবা দিতে আগ্রহী। ফলে উদ্দীপন নিজেদের প্রতিদিন যোগ্য থেকে যোগ্যতর করে তুলতে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এ লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ প্রকৌশলীর মাধ্যমে আইটি কর্যক্রমকে শক্তিশালী করা হয়েছে। একসময় উদ্দীপনের প্রধান কার্যালয় শুধু আইটি-সমৃদ্ধ ছিল। আজ উদ্দীপন ২১৯টি কর্ম-এলাকা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়ে রয়েছে নিজস্ব ডাটা সেন্টার ও মেইল সার্ভার। উদ্দীপনের ইন্টারনেট সেবা ব্রডব্যান্ড ও ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা হয়েছে, যার ফলে উদ্দীপনের সমস্ত কর্ম-এলাকার সাথে প্রধান কার্যালয়ের তথ্য আদান-প্রদান আরো গতিশীল হয়েছে।

এ ছাড়া উদ্দীপন তার ক্ষুদ্রঋণ, সামাজিক উন্নয়ন, অর্থ ও হিসাব, কর্মী ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন বিভাগসহ সমস্ত কার্যক্রমকে ওয়েব বেইজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে অটোমেটেড করার যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, তা এখন মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের পথে। আশা করা যাচ্ছে, ২০১৪ সালের মধ্যে উদ্দীপনের কর্ম-এলাকার একটি বড় অংশ অটোমেশন কার্যক্রমের আওতায় আসবে। পাশাপাশি উদ্দীপনের উপকারভোগী ও সংশ্লিষ্ট সব স্টেকহোল্ডার যাতে উদ্দীপনের সমস্ত কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নিতে পারে, সে জন্য ওয়েবসাইট www.uddipan.org আরো সমৃদ্ধ করার কাজও এগিয়ে যাচ্ছে।

● **প্রতিবেদক :** ব্যবস্থাপক, আইটি, উদ্দীপন

মাছ চাষ ও বিপণনবিষয়ক কর্মশালা

মোঃ মাহবুব আলম

১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, নাটোরে দিনব্যাপী কার্পজাতীয় মাছের সাথে শিং ও মাগুর মাছের চাষ এবং বিপণনবিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিকেএসএফের সহযোগিতায় উদ্দীপনের পরিচালনায় পুকুরে মাছ চাষ-২ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালা উদ্বোধন করেন মোঃ রেজাউল ইসলাম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সওকত আলী তালুকদার, উপপরিচলিক (এমএফপি), উদ্দীপন। শহরের টিএমএসএস মিলনায়তনে আয়োজিত এই কর্মশালায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিসহ মূল্যবান বক্তব্য দেন মোঃ তোজাম্মেল হক, সহকারী পরিচালক (মৎস্য), নাটোর; আব্দুল দাইয়ান, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নাটোর; মোশাররফ হোসেন, সিনিয়র মৎস কর্মকর্তা, সিংড়া উপজেলা; স্বাগত বক্তব্য দেন মোঃ সারোয়ার জাহান, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, উদ্দীপন, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া এবং প্রতিবেদন পাঠ করেন মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, টেকনিক্যাল অফিসার, উদ্দীপন, নাটোর। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন মোঃ হুমায়ূন কবির, আরএসডিও, কুষ্টিয়া অঞ্চল।

বক্তারা বলেন, মাছ চাষে পুষ্টির পাশাপাশি আর্থিকভাবে প্রকল্পভুক্ত পরিবারগুলো লাভবান হচ্ছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন মৎস্য চাষি, খাদ্য বিক্রেতা, রেণু ও নার্সারির মালিক, খামারের মালিক, সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিকসহ ৯০ জন। অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের মতামত দিতে গিয়ে মৎস্য উৎপাদনে কিছু প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেন। যেমন : বিদ্যুৎ ও পানির সমস্যা, অর্থের অভাব এবং পর্যাপ্ত আধুনিক কারিগরি সহায়তার অভাব। তাঁরা আরও বলেন, এসব সমস্যা সমাধান করতে পারলে মৎস্য চাষে যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে। আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশগ্রহণকারীদের সমস্যা সমাধানে কিছু পরামর্শ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে দেশের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণীজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ জোগান দেয় মাছ। আর জাতীয় জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৪.৩৯ শতাংশ। সার্বিক দিক বিবেচনায় উদ্দীপন ২০১২ সাল থেকে 'পুকুরে মাছ চাষ-২ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় নাটোর জেলার ৩টি উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে ৬০০ জন মাছ চাষির আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছেন। এদের মধ্যে ৫৬০ জন কার্পজাতীয় মাছের সাথে শিং ও মাগুর মাছ চাষের ওপর এবং ৪০ জন কার্পজাতীয় মাছ এবং শিং ও মাগুরের রেণু চাষের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গড়ে ৩০% আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। এ ছাড়া উদ্দীপন ২০০৮-২০০৯ সাল পর্যন্ত কার্পজাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ উন্নয়নে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার ৩টি ইউনিয়নে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে কাজ করে।

● **প্রতিবেদক :** সহকারী পরিচালক, কৃষি, উদ্দীপন

রেজিস্ট্রেশনপদ্ধতি ও আরইউসিএমপি কর্মকৌশল বিষয়ে সেমিনার এবং কম্পিউটার বিতরণ অনুষ্ঠান

মোঃ শফিকুর রহমান খান

২৭ জুন ২০১৩ তারিখে উদ্দীপনের প্রধান কার্যালয়ের ট্রেনিং সেন্টারের কনফারেন্স রুমে দিনব্যাপী রুরাল আরবান চাইল্ড মাইগ্রেশন প্রজেক্ট (আরইউসিএমপি) লিংক প্রকল্পের কর্মকৌশল ও রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিবিষয়ক সেমিনার এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে (ডিসিসিউঃ) কম্পিউটার বিতরণের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন উদ্দীপনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অমর চান বনিক, আঞ্চলিক নির্বাহী অফিসার (সরকারের উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা), ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসএ ইদ্রিস আলী খান, সেভ দ্য চিলড্রেনের মইনুল ইসলাম, মিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং শাহ আলী থানার উপপরিদর্শক মোঃ ইসমাইল হোসেন। এ ছাড়া সেমিনারে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ওয়ার্ড সচিব, কাউন্সিলর, সরকারি কর্মকর্তা, কমিউনিটি ইনফরমেশন সেন্টারের স্বেচ্ছাসেবী, এনজিও প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে প্রকল্প সমন্বয়ক মোঃ নাজমুল করিম, আরইউসিএমপি প্রকল্পের কর্মকৌশল তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে শিশুর অনিরাপদ স্থানান্তরের ঝুঁকি, স্থানান্তরিত শিশুর নিরাপত্তা ও রেজিস্ট্রেশনপদ্ধতি, আইডি কার্ড এবং এর সুবিধা, কর্মকাণ্ডে স্থানীয় সরকার, সরকার, এনজিও, সুশীল সমাজসহ অন্যদের ভূমিকা বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়।

সেমিনারে উপস্থিত অধিকাংশ বক্তা বলেন, শিশু নির্যাতন, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের ব্যবহার, শিশুদের অনিরাপদ স্থানান্তর হ্রাস করা এবং স্থানান্তরিত শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সেমিনার শেষে ওয়ার্ড সচিব (ওয়ার্ড নং ৭ ও ৮) ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাঝে কম্পিউটার, মডেম, ওয়েবক্যামসহ অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করা হয়।

● **প্রতিবেদক :** ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন অফিসার, আরইউসিএমপি, উদ্দীপন

শিশু বিক্রয়, শিশু পতিতাবৃত্তি ও শিশু পর্নোগ্রাফি : একটি জাতীয় সেমিনার ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

● ডেস্ক

৩০ জুন ২০১৩ তারিখে ঢাকাস্থ বিআইএএম ফাউন্ডেশন সেমিনার হলে 'শিশু বিক্রয়, শিশু পতিতাবৃত্তি ও শিশু পর্নোগ্রাফি– UNCRC-তে অপশোনাল প্রটোকল বাস্তবায়ন : স্টেকহোল্ডারের ভূমিকা'-বিষয়ক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান অতিথি হিসেবে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতাদের স্বাগত জানিয়ে মোঃ ইকবাল আহমেদ, নির্বাহী বোর্ড সদস্য, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম সেমিনারের কার্যক্রম শুরু করেন। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারম্যান ও উদ্দীপনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ এমরানুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার (সুশাসন) আব্দুল্লাহ আল্ মামুন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শিশু পর্নোগ্রাফি বিষয়টি এখন চরম উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে উঠেছে। শিশু পর্নোগ্রাফিকে ঘিরে ছোট ছোট বিভিন্ন ব্যবসা দাঁড়িয়েছে। এসব ব্যবসার মূল কাস্টমার শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুব সম্প্রদায়। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে কোনো শিশুবিষয়ক ডেস্ক নেই। মাননীয় মন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, "আমি আমার সময়ের মধ্যে শিশুবিষয়ক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ চালুর প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সার্বিক উদ্যোগ নেব।"

বছরে মাত্র ৬০০ কোটি টাকা দিয়ে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের মুক্তি

● ডেস্ক

শিশু অধিকার রক্ষায় অনেক আইন ও নীতি আছে। কিন্তু গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। অন্যদিকে সরকার শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের যে তালিকা করেছে তাতে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের নাম নেই।

২৫ জুলাই ২০১৩ তারিখ বিকেলে রাজধানীর রূপসী বাংলা হোটেলে সেভ দ্য চিলড্রেন 'শ্রমজীবী শিশুদের অধিকার' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম (এনডিসি) এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মিকাইল শিপার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের পূর্ণকালীন সদস্য কাজী রেজাউল হক এবং বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারম্যান ও উদ্দীপনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী। সেভ দ্য চিলড্রেনের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর ইকবাল নায়ারের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাফিলিয়েট ডিভিশনের বিচারপতি মোঃ ইমান আলী।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশে শিশুশ্রম নিরসনে অনেক আইন আছে। কিন্তু এর সঠিক বাস্তবায়ন নেই। তা ছাড়া আইন বাস্তবায়নের সঠিক মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নেই। অনুষ্ঠানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মিকাইল শিপার বলেন, "আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন।" সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম বলেন, বাংলাদেশে শিশুদের জন্য ৩৫টি আইন আছে। কিন্তু ২৫টি নিয়ে কথা বলা হয়। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের সভাপতি ও উদ্দীপনের নির্বাহী পরিচালক বলেন, বছরে মাত্র ৬০০ কোটি টাকা দিয়ে ৪ লাখ শিশু গৃহশ্রমিককে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব।

সেমিনারে বক্তারা আরো বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের মধ্যে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুরা তুলনামূলকভাবে অধিক ঝুঁকির মধ্যে আছে। এরা মৌলিক অধিকার পাচ্ছে না এবং দৃষ্টির অন্তরালে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে জীবন যাপন করছে।

সেভ দ্য চিলড্রেনের সিনিয়র ম্যানেজার শরফুদ্দিন খানের পরিচালনায় সেমিনারে 'বাংলাদেশের শিশুদের ন্যায়বিচার' শিরোনামে ব্যারিস্টার নাজরানা ঈমানের লেখা দুই খণ্ডের একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

রাজনৈতিক স্বার্থে শিশুদের ব্যবহার বন্ধে সিআরজিএর মানববন্ধন

আকরাম হোসাইন

১৫ মে, ২০১৩ বুধবার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় সিআরজিএর উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'রাজনৈতিক ও দলীয় সার্থে শিশুদের ব্যবহার বন্ধ হোক এখনই' এবং 'শিশুদের কোনো রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার, প্রলোভন বা জোরপূর্বক জড়িত করা যাবে না'। সিআরজিএর ১৭টি সদস্য সংস্থার প্রায় ৫০০ নারী ও পুরুষ মানববন্ধনে অংশ নেন।

মানববন্ধনে যোগ দিয়ে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী ও সিআরজিএ সদস্য অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত সংঘর্ষপূর্ণ হয়ে গেছে। রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া মানেই কোনো না কোনো বিপদে পড়া। শিশুরা মিছিলের সামনে থাকে, তারা নানা ধরনের কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়িত করে, শিশুদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত করা হয়। এসবের প্রতিবাদে আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি।"

এ ছাড়া বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী ও সিআরজিএ সদস্য অ্যাডভোকেট সালমা আলী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "...আমরা আর দেখতে চাই না কোনো শিশুকে কোনো রাজনৈতিক দল তাদের সভা-সমাবেশে ব্যবহার করুক।" সিআরজিএ সভাপতি ও উদ্দীপনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী বলেন, জাতিসংঘ শিশু সনদ ও জাতীয় শিশুনীতিতে পরিষ্কারভাবে বলা আছে, শিশুকে কোনো ধরনের সহিংস ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করা যাবে না। মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন সিআরজিএর সাধারণ সম্পাদক এ.কে.এম. মুশতাক আলী, কোষাধ্যক্ষ খন্দকার জহুরুল আলম, সেভ দ্য চিলড্রেনের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য মানবাধিকারকর্মী।

চাইল্ড রাইটস গভর্ন্যান্স অ্যাসেম্বলি (সিআরজিএ) শিশু, যুব, সুশীল সমাজ ও উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়ে একটি নেটওয়ার্ক।

● **প্রতিবেদক :** কো-অর্ডিনেটর, সিআরজিএ সেক্রেটারিয়েট

সম্ভাবনার সিঁড়ি বেয়ে স্বপ্নময় যাত্রা শুরু করল গাল্‌স প্রশিক্ষণার্থীরা

● ডেস্ক

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার ন্যায্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার অ্যাকশন লার্নিং সিসটেম (গাল্‌স) একটি ভিন্ন মাত্রার প্রশিক্ষণ। উদ্দীপন ২০১২ সালে International Network of Alternative Financial Institutions (INAFI), Bangladesh-এর আর্থিক সহায়তায় কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দিতে তিন ব্যাচে মোট ৪৫ জন নারী সদস্যকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং ২০১৩ সালে ৩৬ জন নারী এবং ওই পরিবারের ৩৬ জন পুরুষ সদস্যকেও প্রশিক্ষণটি প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণে নারীদের জন্য মূল আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামগুলো ছিল জেন্ডার ন্যায্যতা ডায়মন্ড, ক্ষমতায়ন বৃত্ত, সাফল্যের মই, স্বপ্ন রচনা, সুযোগের অনুসন্ধান, সমস্যা ও সমাধান, গাছ এবং পরিকল্পনা। পুরুষদের জন্য মূল আলোচ্চ বিষয়ের শিরোনামগুলো ছিল আমার ভাবনা, দায়িত্বশীল পুরুষ ও সুখী পরিবার, পরিবারে নারীদের কর্মপরিকল্পনায় পুরুষ সদস্যদের করণীয়। প্রশিক্ষণটির বিশেষত্ব হচ্ছে, ছবি আঁকার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা, যা পদ্ধতি হিসেবে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত কার্যকরী ছিল। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন রওশন জান্নাত রুশনী, রাশেদুজ্জামান ও রাজিয়া বেগম।

উল্লেখ্য যে গত বছরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের মধ্যে একেকজন বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একজন তাসলিমা বেগম। আগের মতোই দর্জি ও কাপড়ের ব্যবসা করেন। কিন্তু প্রশিক্ষণের পরে তাঁর গড় মাসিক আয় ১২,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। প্রশিক্ষণের আগে তাঁর গড় মাসিক আয় ছিল ৬,০০০ টাকা।

কোলাজ

উদ্দীপন : আঞ্চলিক সভা

● ডেস্ক

১৯ আগস্ট ২০১৩ তারিখে উদ্দীপনের প্রধান কার্যালয়ে উপপরিচালক ও এমএফপি প্রধান সওকত আলী তালুকদারের সভাপতিত্বে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের দিনব্যাপী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উদ্দীপনের ২টি জোনের জোনাল ম্যানেজার মোঃ আইয়ুব হোসেন ও মোঃ আবুল ফজল, সহকারী পরিচালক-১ মোঃ জাহিদুল ইসলাম, ১১টি অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক যথাক্রমে মোঃ শহিদুল ইসলাম, মোঃ আনোয়ার হোসেন, মোঃ কবির হোসেন, মোঃ নুরুল ইসলাম, আফজাল মিয়া চৌধুরী, মোঃ সারুয়ার জাহান, মোঃ সালাউদ্দিন মাহমুদ, মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, মোঃ মনিরুজ্জামান, প্রভাষ চন্দ্র দাস, মোঃ মোর্তাজুল হকসহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের রিজিওনাল স্পেশাল ডিউটি অফিসার বিপ্লব কুমার চক্রবর্তী ও মোঃ সরোয়ার আলম উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া উদ্দীপনের প্রধান কার্যালয় থেকে বিভিন্ন কর্মসূচির প্রধানেরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মূলত ঋণ ও ঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় সভাপতি, উপপরিচালক ও সিএফও দীপ্তিময় বড়ুয়া এবং মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মহিউদ্দিন আহাম্মেদ অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

নিষ্ক্রিয় গ্রাহক, ঋণ অবলোপন, কর্মীভিত্তিক বাজেট পরিকল্পনা (২০১৩-২০১৪) ও বাস্তবায়ন, বার্ষিক কর্মী মূল্যায়ন, শাখা শ্রেণীকরণ, শাখার তহবিল ঘাটতি, কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান অবস্থা এবং করণীয় আলোচনায় বিশেষ প্রাধান্য পায়। এ ছাড়া প্রতিটি বিষয়ে সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ষোলপাড়া শিশু ও যুব ক্লাবের উদ্যোগে কুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ

অলিউল্লাহ তালুকদার

২৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে উদ্দীপন শিশু ও যুব ক্লাবের উদ্যোগে ষোলপাড়ায় কুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলাউদ্দীন আল আজাদ। বিশেষ অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক মোঃ খোরশেদ আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদ্দীপন দাউদকান্দি শাখার ইপসিলা কর্মসূচির ফিল্ড অফিসার আরিফ মোহাম্মদ রনি। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, বারপাড়া ইউপির সব সদস্য, নবগ্রাম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ হযরত আলী, চরগোয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ বুলবুল আহমেদ, বিরবাগ আইডিয়াল স্কুলের সহকারী শিক্ষক, প্রথম আলোর স্থানীয় প্রতিনিধি আব্দুর রহমান ঢালী, উদ্দীপন ইপসিলা কর্মসূচির কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কার রতন কুমার দাস প্রমুখ।

উপস্থিত সবাই শিশু ও যুব ক্লাবের এ ধরনের কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ষোলপাড়া শিশু ও যুব ক্লাবের সদস্যরা ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠান আরো আয়োজনের আশা করেন।

● **প্রতিবেদক :** সদস্য, উদ্দীপন শিশু ও যুব ক্লাব, ষোলপাড়া, দাউদকান্দি

আঞ্চলিক মাসিক সভা

● ডেস্ক

২০১৩ সালের ৪ আগস্ট, বৃহস্পতিবার উদ্দীপনের পিরোজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জোন-বি-এর জোনাল ম্যানেজার আইয়ুব হোসেন। এতে সভাপতিত্ব করেন পিরোজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন। সভায় অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর অঞ্চলের সব কটি ব্রাঞ্চের ম্যানেজারসহ মোঃ মোজাম্মেল হক, আইসিআরএম। সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন, বকেয়া আদায়ের টার্গেট, গ্রাহক বৃদ্ধি এবং ছুটি।

অনুরোধ

উদ্দীপন মুখপত্র 'সম্ভার'-এর ১৫তম সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। আপনার লেখা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম। আপনার অবদানই সম্ভারকে সমৃদ্ধ করতে পারে। গল্প, কবিতা, ছড়া, কৌতুক, সংবাদ, ফিচার, কেস স্টাডি, সাক্ষাৎকার, সফলতা, ব্যর্থতা, বেস্ট প্র্যাকটিস, ইনভেশন, কর্মশালা-প্রশিক্ষণের খবর, পরিদর্শকের পরিদর্শন, নতুন কোনো প্রকল্পের কাজের শুরুর খবর, উদ্দীপন স্টেকহোল্ডার ও তাঁদের সন্তানদের উজ্জ্বলতার খবরাখবর ইত্যাদি লিখে পাঠান এবং অন্যকে লিখতে উৎসাহিত করুন। marufcm@gmail.com তে ই-মেইল করে লেখা ও ফটো পাঠানোর অনুরোধ রইল। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন : ০১৭৩০৩৭২৬০৯ নম্বরে।

ঘূর্ণিঝড় মহাসেন : মোকাবেলায় শিশু ও যুব ক্লাব এবং উদ্দীপন

মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আবুল কালাম

ঘূর্ণিঝড় মহাসেনের খবর জানার পর ১২ মে ২০১৩ তারিখে সারা দেশে যখন দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি চলছে, তখন উদ্দীপন শিশু ও যুব ক্লাবের সদস্যরা নিজস্ব উদ্যোগে 'ঘূর্ণিঝড় মহাসেন' মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পদক্ষেপের মধ্যে ছিল জরুরি সভা, খাদ্য সংগ্রহ, সংশ্লিষ্ট স্থানে যোগাযোগ, কমিউনিটির সাথে সভা, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সভা, মাইকিং ও প্রচার, মেডিক্যাল টিম গঠন এবং জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয়।

এদিকে ১৪ মে ২০১৩ তারিখ 'ঘূর্ণিঝড় মহাসেন' বিষয়ে উদ্দীপনের প্রধান কার্যালয়ে Disaster Response Team (DRT)-এর একটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দীপনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ এমরানুল হকের সভাপতিত্বে ওই সভায় দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সব কটি জেলায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে জেলার শাখা ও আঞ্চলিক অফিসের দুর্যোগবিষয়ক ফোকাল পারসনদের সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের পিরোজপুর জেলার মানুষ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, বন্যা, নদীভাঙন, কালবৈশাখী ঝড়, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। উদ্দীপন দীর্ঘদিন ধরে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা ও ঝুঁকি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে এ অঞ্চলে সেভ দ্য চিলড্রেনের আর্থিক সহায়তায় 'শিশুকেন্দ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

'শিশুকেন্দ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ' কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ২০০ জন শিশু ও যুবক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণবিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজেরা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ১০০ জন শিশু ও যুবক 'অনুসন্ধান, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও মনোসামাজিক সহায়তা' শিরোনামে ৪ দিনের অপর একটি দক্ষতাবিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। ফলে তারা দুর্যোগ-পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং মনোসামাজিক সেবা প্রদানে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে।

সার্বিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার এবং 'শিশুকেন্দ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ' প্রকল্পের মাঠ সহায়কেরা।

এ ছাড়া কক্সবাজারের টেকনাফ, উখিয়া ও কক্সবাজার থানার চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন এলাকার মানুষের জানমাল রক্ষার এবং তাৎক্ষণিক খাদ্য, চিকিৎসা, ওষুধপত্রসহ আবাসিক সুবিধা প্রদান বিষয়ে জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিতভাবে উদ্দীপনের পক্ষ থেকে অবহিত করা হয়। এর অংশ হিসেবে ১৪ ও ১৫ মে প্রত্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় উদ্দীপনের মেডিক্যাল টিম ও স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা হয়। এ ছাড়া নানা রকম পোস্টার, ব্যানার ও প্রচারপত্র বিলি করা হয়। জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সমাবেশ করা হয়। এসব প্রচার ও সমাবেশে ঘূর্ণিঝড়ের আগে ও পরে কী করতে হবে, সে বিষয়ে জনগণকে অবহিত করা হয়। শুধু তা-ই নয়, জনগণকে যেকোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো সেবা ও সহযোগিতার জন্য উদ্দীপনের যেকোনো শাখায় যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়। কর্মসূচির টিম লিডার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন উদ্দীপন চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী আফজাল মিয়া চৌধুরী।

● **প্রতিবেদক :** প্রকল্প সমন্বয়কারী, ডিআরআর, উদ্দীপন পিরোজপুর ও শাখা ব্যবস্থাপক, উদ্দীপন, কক্সবাজার

জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন : মেয়ে থেকে মা

রাসেল হাওলাদার

পিরোজপুর সদরের ৫ নম্বর টোনা ইউনিয়নের চলিশা গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের শাহনাজ পারভীনের বড় মেয়ে ফারজানা আক্তার। ফারজানা চলিশা শিশু ও যুব ক্লাবের সদস্য। ক্লাবে আনন্দ-বিনোদনের পাশাপাশি দুর্যোগসম্পর্কিত বিষয়, যেমন : আপদ, দুর্যোগ, দুর্যোগের স্তর, দুর্যোগ ঝুঁকি, ঝুঁকি হ্রাসের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে ফারজানা জানতে পারেন। তিনি ২০১৩ সালে 'শিশুকেন্দ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মসূচি' এবং 'সমন্বিত শিশুকেন্দ্রিক জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কর্মসূচি' প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে আবহাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব, অভিযোজন, অভিযোজনের বিভিন্ন পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ফারজানা এসব বিষয়ে তাঁর মায়ের সাথে আলোচনা করেন এবং মা শাহানাজ পারভীনকে নিয়ে উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার পদ্ধতি ও ব্যবহার সম্পর্কে আরো অবহিত হন। এর ধারাবাহিকতায় ফারজানা তাঁর মায়ের সাথে বাড়িতে হাঁস পালন ও সবজি চাষ শুরু করেন। পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে শাকসবজি ও ডিম বাজারে বিক্রিও করেন। নিজের পড়াশোনা ও সংসারের খরচ মিটিয়ে অবশিষ্ট টাকা সঞ্চয় করেন। বর্তমানে তাঁদের ৩৫টি হাঁস ও একটি সবজি বাগান আছে। শাহানাজ পারভীন বলেন, "আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন হওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের টিকে থাকতে শিখতে হবে।"

উল্লেখ্য, উদ্দীপন 'শিশুকেন্দ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মসূচি' এবং 'সমন্বিত শিশুকেন্দ্রিক জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কর্মসূচি' প্রকল্পের মাধ্যমে পিরোজপুর জেলার ২টি উপজেলাস্থ ৪টি ইউনিয়নে সরাসরি ১,৮০০ শিশু, যুবক, অভিভাবক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, বিশেষ করে ইউনিয়ন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। সামগ্রিক কাজ সফল করতে উদ্দীপনকে সহযোগিতা করছে সেভ দ্য চিলড্রেন।

● **প্রতিবেদক :** ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর, আইসিসিসিসিএ প্রকল্প, পিরোজপুর ও প্রকল্প সমন্বয়কারী, ডিআরআর, উদ্দীপন, পিরোজপুর

শিশু পাতা

শিশু

সাইফুল ইসলাম

আমরা সবাই ছোট্ট শিশু ছন্দে করি গান,
পাখির মতো জীবন মোদের মুক্ত স্বাধীন প্রাণ।
হাসি খেলি জীবন গড়ি লেখাপড়া শিখি,
মোদের মতো জীবনখানি কোথাও আর না দেখি।
মায়ের কোলে মায়ের বোলে মাকে বাসি ভালো,
মায়ের মধুর মমতায় যে জীবন মোদের আলো।
আমরা শিশু বড় হয়ে গড়ব সোনার দেশ,
সেই আমাদের বাংলা মাতা সোনার বাংলাদেশ।

● **কবি :** সদস্য, শিশু ও যুব ক্লাব,
আল্লাহর দর্গা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

ভয়

সোনিয়া আলম আশা

ছোট্ট ঘরে ছোট্ট কুপি আবছা আলো আঁধার
আঁধার রাতে মনের মাঝে ভয়ের কালো পাহাড়।
খুক খুক কি কাশির আওয়াজ? পেত্নী নাকি ভূত?
কল্পনাতে আসছে ধেয়ে ভয়ংকর সব মুখ!
গড় গড় গড় আওয়াজ শুনে কাঁপছে আমার বুক
আকাশপানে তাকিয়ে আমি খুঁজি মায়ের মুখ।
ঘরের ভেতর ছোট্ট আলোয় কাটে না তো ভয়?
মনকে বলি মানুষ আমি, ভয় করব জয়।

● **কবি :** সদস্য, ফিল্ড বেজ শিশু ও যুব ক্লাব, ভেড়ামারা

কৌতুক

উম্মে হাবিবা

শিক্ষক : বলো তো, টেবিলে বসা পাঁচটি মাছির মধ্যে যদি একটা মেরে ফেলা হয়, তাহলে আর কতটা থাকবে?

ছাত্র : একটা থাকবে, স্যার।

শিক্ষক : (অবাক হয়ে) একটা থাকবে কীভাবে?

ছাত্র : সব গুলো উড়ে যাবে, শুধু মরাটি পড়ে থাকবে, স্যার।

● **সংগ্রাহক :** সদস্য, দোহাজারী উদ্দীপন শিশু ও যুব ক্লাব

বলুন তো এখানে কয়টি বর্গক্ষেত্র আছে?

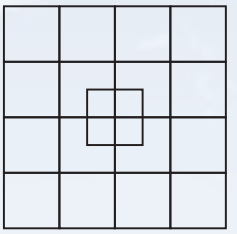

● **ডেস্ক**

উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ
৩০ নভেম্বর, ২০১৩।
marufcm@gmail.com
উত্তর পাঠাতে ভুলবেন না যেন।

উত্তর পাঠাতে ই-মেইলে সাবজেক্ট হিসেবে লিখুন 'বলুন তো সম্ভার ১৪ সংখ্যা' বা 'bolun to-SHAMVER 14 issue'।

ষাঁড়

রওশন জান্নাত রুশনী

গ্রামের মেঠো পথে রুনু ঝুনু নূপুর বাজিয়ে দুপুরের ঘুম হারাম করে চঞ্চলা হরিণীর মতো ছুটে চলে রোজি। মা-বাবার আদরের মেয়ে সে। দখিনের বারান্দায় শীতল পাটি বিছিয়ে শুয়ে আছেন বাবা। নখ কাটা ছুরি দিয়ে তার পায়ের ছাঁট তুলছে রোজি। গুনগুন করে গান গাইছে আর ভাবছে, বাবার ঘুম গাঢ় হলে দুপুরের নির্জনতায় গাছগাছালির মাঝে ঘুরে বেড়াবে। বাবাকে ঘুমের রাজ্যে সপে দিয়ে উঠান-গোলাঘর-কাছারি পেরিয়ে মেঠো পথে দে ছুট। প্রকৃতির সাথে কত যে মিতালি তার!

রোজির আজ মন ভালো নেই। কাল স্কুলে হাতের কাজ জমা দিতে হবে। সবাই কাঠের তরবারি, রঙিন কাগজের টব, মাটির খেলনা–কত কি বানিয়েছে! খাদিজা একটা লাল ষাঁড় বানিয়েছে। ইশ! যদি সে পেত! কিন্তু কোথায় পাবে? কে বানিয়ে দেবে? ভাবতে ভাবতে দিঘির পাড়ে এসে পড়েছে। নিঃশব্দ দুপুরের নীরবতা ভাঙা মৃদু ফটফট শব্দটা কি তার বুকের ছটফটানি! না। দিঘির পাড়ে বিল্লু মামা নিপুণ হাতে বাঁশের বেড়া বানাচ্ছে। বিল্লু মামা রহিমা নানির ছেলে। রহিমা নানি রোজিদের বাড়িতে একসময় কাজ করতেন।

বিল্লু মামা, তুমি কি মাটি দিয়ে ষাঁড় বানাতে পারো?

বিল্লু মামা রোজির দিকে তাকিয়ে বলল, পারি।

আমাকে বানিয়ে দেবে? স্কুলে হাতের কাজ দিয়েছে।

হ্যাঁ দেব। চলো।

রোজির হাত ধরে সে নিয়ে চলল গোয়ালঘরের দিকে। রোজির যে কী আনন্দ! গোয়ালঘরে ঢুকতেই বিভীষিকাময় এক অভিজ্ঞতা! প্রচণ্ড ধাক্কায় রোজি তখন খড়ের গাদায়। শরীরের সমস্ত শক্তি ষাঁড়ের হাতের মুঠোয় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। চারদিক ঝাপসা হয়ে এল। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন সে রক্তাক্ত! পাশে বসা কালো ষাঁড়টি। হাসছে। বলল, যদি বাঁচতে চাও সবকিছু ভুলে যাও।

পাখির কলকাকলীতে মুখরিত দুপুর, ঝিরঝিরে হাওয়া, দূরে রাখালের বাঁশির সুর–কান্নার ঢেউ তুলেছে রোজির মনে! রোজি ফিরে চলে বাবার কাছে; দুপুরের নির্জনতায় পায়ের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে।

পরদিন সকালে পথের ধারে ষাঁড়টা। হাতে কাঁচা মাটির বানানো একটা ষাঁড়। বিল্লু মামা (!) ষাঁড়টা রোজির হাতে তুলে দিল। রোজি দু'হাতে ষাঁড়টার টুঁটি চেপে ধরে দুমড়ে মুচড়ে ছুড়ে ফেলল দিঘির জলে। কিন্তু তবুও যে একটা ষাঁড় রয়ে গেল!

...মায়ের একটি কথাই রোজির কানে বারবার বাজতে লাগল, "মা রে, নির্জনে বা একা কখনো কোনো পুরুষ মানুষের সাথে যাবি না।"

● **লেখক :** অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ইফসিলা, উদ্দীপন

শিশু পাতা

প্রশ্ন

লাবনী আক্তার

শিশুর হাতে থাকবে বই থাকবে কলম খাতা,
ছেঁড়া কাগজ কুড়ায় যে কুড়ায় ঝরা পাতা।
ভবিষ্যতে বড় হয়ে দেশ গড়বে যে,
পেটের দায়ে শ্রমজীবী হচ্ছে কেন সে?
কেউবা কুলি কেউবা মজুর, খাটছে সে দিনরাত,
ঘাম ঝরিয়ে ক্লান্ত শরীর, বিছানা ফুটপাত।
শিশুকালে এমন জীবন কেন হবে ওর?
ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদবে কেন, রাত কিংবা ভোর।

● **কবি :** সদস্য, খুমুরীয়া শিশু ও যুব ক্লাব, পিরোজপুর

অনাথ শিশু

রিজু

কেউ দেখে না ওদের দিকে
অনাথ যারা আছে,
কেউ করে না ওদের আদর
একটু ভালোবেসে।
কেউ দেখে না দুঃখ ওদের
কেউ শোনে না কথা,
পথের মাঝে লুকিয়ে থাকা
স্বপ্ন ভাঙার ব্যথা।
পথের ধারে জন্ম ওদের
পথের ধারে মরণ,
কেউ করে না ওদের কথা
একটিবারও স্মরণ।

● **কবি :** অফিস বেজ শিশু ও যুব ক্লাব, ভেড়ামারা

কর্মী ও ঋণ কার্যক্রম : বর্তমান প্রেক্ষাপট

আবদুল খালেক

সেদিন শাখা পরিদর্শনকালীন কর্মিসভায় ক্রেডিট অফিসারদের (সিও) কাছে জানতে চেয়েছিলাম শাখার ঋণ কার্যক্রম কেমন চলছে। জবাবে একেকজন একেক ধরনের কথা বলেছেন। একজন বলছিলেন, ঋণ কার্যক্রম আগের চেয়ে কঠিন হয়ে গেছে। সেদিন এ কথাটি আমার কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। বিষয়টিকে সেদিন আমি আলোচনার প্রধান এজেন্ডা হিসেবে নিয়েছিলাম। কারণ, আমার কর্মীর কাছে যদি ঋণ কার্যক্রম আগের চেয়ে কঠিন মনে হয়, তাহলে তো ঐ কর্মী দিয়ে সামনে বেশি দূর এগোনো যাবে না। এমনকি কর্মীর বর্তমান অগ্রগতি ধরে রাখা চ্যালেঞ্জ বৈকি।

এটি সত্য যে বিগত ১০-১৫ বছর আগের ঋণ কার্যক্রম আর বর্তমান ঋণ কার্যক্রম এক নয়। সময় ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা আগের তুলনায় বিভিন্ন কারণে বেশ কঠিন হয়েছে। গ্রাহক ওভারলেপিং, গ্রাহক যাচাই করতে ভুল করা, অধিক হারে সঞ্চয় ফেরত, সঞ্চয় দ্বারা ঋণ সমন্বয়, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকা, সম্ভাব্যতা যাচাই না করে ঋণ দেওয়া, ঋণ নিয়ে গ্রাহক পালিয়ে যাওয়া, ঋণ বেহাতি হওয়া, একজনের হাতে একাধিক ঋণ চলে যাওয়া, গ্রুপ নেতার চাপে ঋণ দেওয়া, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের চাপ, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে হরতাল, সরকারের নীতি, কর্মীর অসততা ইত্যাদি সমস্যা থাকার ফলে বর্তমানে ঋণ কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ বেড়েছে। এটাই বর্তমান ঋণ কার্যক্রমের বাস্তবতা।

ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে মাঠপর্যায়ে এখন অনেক সংস্থা কাজ করছে। তাদের রয়েছে নানামুখী প্রোডাক্ট। গ্রাহকদের চাহিদা বিবেচনায় চালু করা হয়েছে এসব প্রোডাক্ট। সংস্থাগুলো চাইছে এসব প্রোডাক্টের মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ডের পরিসর বৃদ্ধি করতে। একই গ্রাহককে বিভিন্ন প্রোডাক্টের নামে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। সংস্থা নিজেও তার গ্রাহককে দিয়ে ঋণের ওভারলেপিং করছে। তাই অন্য সংস্থার ওভারলেপিং এখন তেমন কোনো বিষয় বলে মনে করা হয় না।

কিন্তু গ্রাহকের দিক থেকে আমরা কী দেখি? কোনো কোনো গ্রাহক তার ঋণের যথাযথ ব্যবহার এবং পরিশোধের সক্ষমতার কথা ভাবছেন না। ছুটছেন এক সংস্থা থেকে আরেক সংস্থায়। এখান থেকে টাকা তুলে ওখানে পরিশোধ করছেন। প্রকল্পে বিনিয়োগ চাহিদার অতিরিক্ত ঋণ উত্তোলন করছেন। ফলে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাহক ঋণভারে জর্জরিত হচ্ছেন। একসময় সঞ্চয় দ্বারা ঋণ সমন্বয় করে গ্রাহকপদ প্রত্যাহার করছেন।

সময়ের পরিসরে ঋণ কার্যক্রমে এসবই স্বাভাবিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখি। এখন দেখার বিষয় হলো, এসব চ্যালেঞ্জ আমার কর্মী কতটুকু সামাল দিতে পারছেন? চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মীর প্রয়োজনীয় দক্ষতা আছে কি না? কর্মী প্রয়োজনীয় কৌশল জানেন কি না? ঋণ কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ বাড়ল কিন্তু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মীর দক্ষতা বাড়েনি, তাহলে তো কর্মীর কাছে ঋণ কার্যক্রম আগের চেয়ে কঠিন মনে হবে। এ ক্ষেত্রে কর্মীর প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য বিষয়। বিকল্প কিছু দিয়ে হয়তো সাময়িকভাবে ঠেকানো যাবে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে কর্মীর দক্ষতার বিকল্প কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।

কর্মীকে নিরুৎসাহিত করা নয়, বরং কর্মীকে নিয়মিত মনিটরিং ও তাঁর দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দানের মাধ্যমে দুর্বলতা কাটিয়ে অধিকতর দক্ষতাসম্পন্ন করে তোলা হলে ঋণ কার্যক্রমের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব বলে মনে করি। বলাবাহুল্য, এ কাজ কর্মীর বিভিন্ন স্তরের সুপারভাইজাররা করতে পারেন।

● **লেখক :** সহকারী পরিচালক-২ (এমএফপি), উদ্দীপন

কেস স্টাডি

মুক্তা যেন মুক্তা পেলেন

মোঃ শামসুল আরেফিন

গ্রাহকের নাম : মুক্তা বেগম
স্বামীর নাম : মোশারেফ চাপরাসী
এফজিডি নম্বর : ৩৭, কোড নম্বর : ২৩
সংগঠনের নাম : পশ্চিম লক্ষ্মীপুর চাপরাসী বাড়ী মহিলা সংগঠন
শাখার নাম : উদ্দীপন, দশমিনা শাখা, দশমিনা উপজেলা
জেলা : পটুয়াখালী

'সবজি চাষে মুক্তা যেন মুক্তা পেলেন!'

পশ্চিম লক্ষ্মীপুর গ্রামের শ্রমজীবী মহিলা সংগঠনের প্রাইম প্রকল্পের উপকারভোগী মোসাঃ মুক্তা বেগম, স্বামী পেশায় ছিলেন দিনমজুর। স্বামী, নিজে ও দুই মেয়ে নিয়ে তাঁদের সংসার। মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে টিনের ছোট্ট একটি ছাপরা ঘর ছিল। তবে কয়েক শতক আবাদি জমি ছিল তাঁর। সংসারের খরচ আর বড় মেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগান দিতে মুক্তা বেগমের স্বামীকে হিমশিম খেতে হচ্ছিল।

২০১২ সলের ফেব্রুয়ারিতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় উদ্দীপন 'সংযোগ' প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। ২৮ মে ২০১২ তারিখে মুক্তা বেগম লক্ষ্মীপুর চাপরাসী বাড়ীর সমিতিতে ভর্তি হন। উদ্দীপনের পরামর্শ ও সহযোগিতায় মুক্তা বেগম ও তাঁর স্বামী বসতভিটায় উন্নত জাতের সবজির বীজ লাগানো শুরু করেন। এ ছাড়া বাজার থেকেও কিছু লাউ, চিচিংগা, বরবটি ও শসার বীজ ক্রয় করে লাগান। তিনি সবজি গাছে সার, মাচা ও কীটনাশকের জন্য উদ্দীপন থেকে ৫,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে পিকেএসএফের সহযোগিতায় উদ্দীপন সংস্থার মাধ্যমে মুক্তা বেগম দুই দিনব্যাপী বসতভিটায় সবজি চাষের ওপর প্রশিক্ষণ পান।

স্থানীয়ভাবে এলাকায় সবজি চাষের তেমন প্রচলন নেই। ফলে স্থানীয় বাজারে সবজির চাহিদা ব্যাপক। বর্তমানে মুক্তা বেগমের নতুন ভিটায় অনেক সবজি আছে। এ মৌসুমে করলা বিক্রি হয়েছে ৯,৬০০ টাকার, চিচিংগা বিক্রি করে আয় করেছেন ১২,০০০ টাকা, লাউ থেকে আয় ৮,৯০০ টাকা, বরবটি বিক্রি করেছেন ৪০০০ টাকার এবং শসায় আয় ৭,০০০ টাকা। এ মৌসুমে সবজি বিক্রি করে মুক্তা বেগমের মোট আয় ৪১,৫০০ টাকা।

সবজি চাষের পাশাপাশি তিনি গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন করেন। তাঁর তিনটি গরু ও বেশ কিছু দেশি মুরগি রয়েছে। বর্তমানে তাঁর একটি টিনের ঘর, স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও পানীয় জলের নিজস্ব ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁর বাড়িটা যেন 'একটি বাড়ি একটি খামার'। তাঁর মেয়ে এখন স্কুলে যায়।

মুক্তা বেগমের সবজি বাগান এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁদের দেখাদেখি এলাকার অনেকেই সবজি বাগান করা শুরু করেছেন।

মুক্তা বেগম আরও বড় ধরনের ঋণ গ্রহণ করে জমি লিজ নিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ করার স্বপ্ন দেখছেন।

● **লেখক :** আইজিএ ইম্প্লিমেন্টেশন অফিসার, পটুয়াখালী অঞ্চল

আগামীর পথে উদ্দীপন

দীপ্তিময় বড়ুয়া

উদ্দীপন নিয়মিতভাবে কর্মী ও গ্রাহকের উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করে থাকে। পরিকল্পিত ও অর্জিত উৎপাদনশীলতার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংস্থা নিয়মিতভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সংস্থার অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর্থিক ফলাফল পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়; ফলে সার্বিক অর্থে কর্মপরিধি বাড়ানো সহজ হয়।

উদ্দীপনের স্বকীয়তা তার প্রয়োগ পদ্ধতির কারণে। আর এই ভিন্নতার জন্যই অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার সাথে উদ্দীপন এক হয়েও ভিন্ন। গত পাঁচ বছর দেশের জিডিপি ধারাবাহিকভাবে ২০০৮-২০০৯ : ৬.১৯%, ২০০৯-২০১০ : ৫.৭৪%, ২০১০-২০১১ : ৬.০৭%, ২০১১-২০১২ : ৬.৭১% এবং ২০১২-২০১৩ : ৬.৩২%, যা বিশ্ব অর্থনীতির টালমাটাল পরিস্থিতিতেও স্থিতিশীল এবং দেশ বিভিন্ন সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, যেমন : স্বাস্থ্য খাত, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, ক্রীড়া, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। তেমনিভাবে গত ৫ বছর উদ্দীপনের আয় এবং সম্পদ বৃদ্ধির হার পর্যায়ক্রমে ২০০৮-২০০৯ আয় : ১৯%, সম্পদ : ৪৭%; ২০০৯-২০১০ আয় : ২১%, সম্পদ : ১৮%; ২০১০-২০১১ আয় : ১৮%, সম্পদ : ২৪%; ২০১১-২০১২ আয় : ১৯%, সম্পদ : ১৯% এবং ২০১২-২০১৩ আয় : ১৮%, সম্পদ : ২০%, যা সংস্থাকে অর্থনৈতিকভাবে শক্ত একটি অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। তা ছাড়া কর্মী প্রতি উৎপাদনশীলতা গত ৫ বছর যথাক্রমে ২০০৮-২০০৯ : ১৬.২৭ লক্ষ, ২০০৯-২০১০ : ২২.৩১ লক্ষ, ২০১০-২০১১ : ২৫.৩১ লক্ষ, ২০১১-২০১২ : ৩০.৫১ লক্ষ ও ২০১২-২০১৩ : ৩৩.৭৬ লক্ষ এবং লোন বিতরণের ক্ষেত্রে ১ টাকা প্রতি ব্যয় ২০০৮-২০০৯ : ০.০৮, ২০০৯-২০১০ : ০.০৭, ২০১০-২০১১ : ০.০৮, ২০১১-২০১২ : ০.০৯, ২০১২-২০১৩ : ০.০৭ হারে।

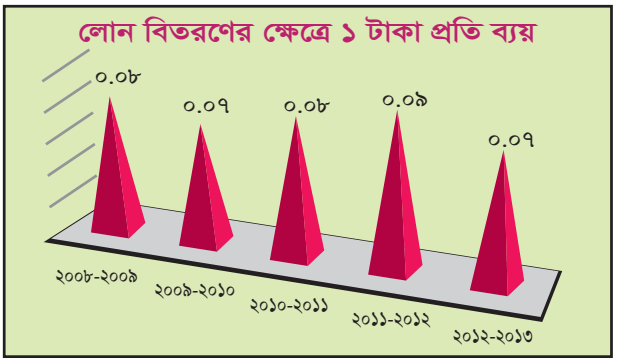

এ ছাড়া গত পাঁচ বছরে সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্দীপন উল্লেখযোগ্য অনেক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যেমন : যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান; অনুন্নত এলাকায় জীবিকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ; শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা; শিশুশিক্ষা; স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা; শিশুশ্রম; বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ; শিশু ও মহিলা পাচার; দুর্যোগ প্রতিরোধবিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি; বিদ্যুৎবিহীন এলাকায় সৌরবিদ্যুৎ পৌঁছানো; বৈদেশিক রেমিট্যান্স যথাযথ উপায়ে ৫ মিনিটে গ্রাহকের কাছে পৌঁছানো; কৃষি খাতে নতুন ফসল, জাত ও প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রদর্শনী খামার, নার্সারি ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে ক্রমাগত পরামর্শমূলক সেবা নিশ্চিতকরণ; পশু ও মৎস্য সম্পদ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন, চিকিৎসাসেবা ও বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনী খামার পরিচালনা, এই খাতে বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসাসেবা নিশ্চিকরণের জন্য পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি।

সমৃদ্ধির এই ধারাকে ধরে রাখার জন্য সংস্থা এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে মানবসম্পদ ও প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ওপর। সেই লক্ষ্যে যথাযথ কর্মী প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা, প্রণোদনা ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ধারাবাহিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পদ্ধতিগতভাবে যে বিষয়টি এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা হচ্ছে মানবসম্পদের মূল্যবোধ উন্নত করা। আর প্রযুক্তির জন্য সংস্থা ইতিমধ্যে বেশ বড় একটি অঙ্ক বিনিয়োগ করেছে এবং পর্যাপ্ত জনবল ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ভবিষ্যতে উদ্দীপন হবে প্রযুক্তিনির্ভর স্বয়ম্ভর একটি উন্নয়ন সংস্থা, যা দেশকে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করবে।

● **লেখক :** উপপরিচালক ও সিএফও, উদ্দীপন

উদ্দীপন রেমিট্যান্স প্রোগ্রাম

রাজীব বড়ুয়া

উদ্দীপন ২০১১ সালের মে মাস থেকে রেমিট্যান্স প্রোগ্রাম চালু করেছে। বর্তমানে ঢাকা (প্রধান কার্যালয়), কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠি, বরিশাল, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় উদ্দীপনের ২২৩টি শাখা রেমিট্যান্স প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত। রেমিট্যান্স গ্রহীতা উপযুক্ত কাগজপত্র প্রদর্শনের পর সর্বোচ্চ ৫ মিনিটের মধ্যে তাঁকে টাকা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। সরকারি কর্মদিবসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সম্মানীত গ্রাহকেরা এ সেবা পাচ্ছেন।

আইএফআইসি ব্যাংক ও প্রাইম ব্যাংকের সহায়তায় ৫টি এক্সচেঞ্জ কোম্পানির মাধ্যমে উদ্দীপন রেমিট্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এগুলো হচ্ছে ওমান ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ, এক্সপ্রেস মানি এক্সচেঞ্জ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, কয়েনস্টার মানি ট্রান্সফার ও মাল্টিনেট ট্রান্সট এক্সচেঞ্জ।

উদ্দীপন ২০১৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত মোট ৬,৫০৬ জন গ্রাহকের মধ্যে ১২.৮৭ কোটি টাকা রেমিট্যান্স প্রদান করেছে।

উদ্দীপন রেমিট্যান্স প্রোগ্রামের প্রধান লক্ষ্য প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকেরা কষ্টার্জিত অর্থ যেন বাংলাদেশে সহজে, দ্রুত, সুরক্ষিত ও আইনসম্মতভাবে অর্থাৎ, সঠিক উপায়ে পাঠাতে পারেন তা নিশ্চিত করা।

উদ্দীপনের রেমিট্যান্স কার্যক্রমের নেটওয়ার্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

● **প্রতিবেদক :** উর্ধ্বতন প্রোগ্রাম অফিসার, অর্থ ও হিসাব

সম্পাদনা পর্ষদ

সম্পাদক : মোঃ এমরানুল হক চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক : সৈয়দ মনির হোসেন, ফেরদৌসী বেগম, আবদুল খালেক ও মোঃ মারুফ খান

উদ্দীপন UDDIPAN

United Development Initiatives for Programmed Actions - UDDIPAN

House No. 9, Road No. 1, Block - F, Janata Co-operative Housing Society Ltd., Ring Road Adabar, Dhaka-1207, Bangladesh, Tel : (88-02) 8115459, 9145448, Cell : 01713 147111

Fax: (88-02) 9121538, E-mail: udpn@agni.com

www.uddipan.org